



250434 - “ইয়া মুহাম্মদ” বলা কথিবা “হায় মুহাম্মদ” বলা কি শরিক?

প্রশ্ন

আমি একজন যুবক। আমি কখনও কখনও বলে থাকি: ‘ইয়া মুহাম্মদ’, ‘ইয়া আলী’, ‘ইয়া সায্যদি ফুলান’ (আমার অমুক পীর)। এক লোক আমাকে বলল: এটা শরিক। আমি তাকে বললাম: আমি শরিক করিনি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নই)। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ, আলী, কথিবা আমার অমুক সায্যদি (পীর) তারা আল্লাহর সাথে উপাস্য নয়। আমি জনকৈ সাহাবীর এক হাদিসে পড়ছি, এক লোকের পা অবশ হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি তাকে বললেন: তোমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিকে স্মরণ কর। লোকটা বলল: ইয়া মুহাম্মদ এবং তার অবশতা চলতে গলে। মুসলমানদের কোন এক যুগে তাদের শ্লোগান ছিল: ‘ইয়া মুহাম্মাদাহ’ (হায় মুহাম্মদ)। যদি তারা শরিক করে থাকেন তাহলে সাহাবায়েরে কোন এক যুগে তাদেরকে নসিখে করলেন না কেন? ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা: فَالْوَايَا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا (তারা বলল, ও আমাদের পতি, আমাদের পাপের জন্য ইস্তগিফার করুন)। তারা তো বললেন যে, আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দেনি কথিবা ইস্তগিফার করুন? যদি তারাও শরিক করে থাকেন তাহলে তিনি কেন তাদের এ কর্মের প্রতীতি করলেন না যে, এটা ভুল। আমি কি এখন মুশরিক; নাকি নই? যদি আমি শরিকে লিপ্ত হয়ে থাকি তাহলে যে ব্যক্তি শরিকে লিপ্ত হয়েছে আল্লাহ কি তাকে ক্ষমা করবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যখন কোন মানুষ বলে: ‘ইয়া মুহাম্মদ’, ‘ইয়া আলী’ এ কথা দুইটি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে:

১. যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে তার কাছে কোন কিছু তলব না করে তার চিত্র মানসপটে আনা; যমেন- ইয়া মুহাম্মদ বলে চুপ করে যাওয়া কথিবা ‘ইয়া মুহাম্মদ, সাল্লাল্লাহু আলাইকা’ বলা- এটা শরিক নয়। কেননা এর মধ্যগে গাইবুল্লাহর কাছে প্রার্থনা নই।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: “ ‘ইয়া মুহাম্মদ’, ‘ইয়া নবী’ এগুলো এবং এ জাতীয় অন্য কথাগুলো সম্বোধনসূচক। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- সম্বোধিত ব্যক্তিকে অন্তরে স্মরণ করা এবং অন্তরে উপস্থিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করা। যমেনটা নামাযী ব্যক্তি বলে থাকেন: “আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবয়্যিযু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ” (হে নবী, আপনার

প্রতীশান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষণ হোক)। অনেকে ক্ষত্রেই মানুষ এ ধরণে সম্বোধন করে থাকে। নিজের মনে যাকে কল্পনা করছে তাকে সম্বোধন করে থাকে যদিও বহরিজগতে সে তার সম্বোধন শুনবে না।”[ইকতিয়াউস সরিতালি মুস্তাকমি লি মুখালাফাত আসহাবলি জাহমি (২/৩১৯)]

২. এই সম্বোধনটির মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রার্থনা অন্তর্ভুক্ত থাকা; যমেন এভাবে বলা- হে মুহাম্মদ, আমার জন্য অমুক অমুক কাজ করে দনি। কথিবা এর মধ্যে পরোক্ষ প্রার্থনা অন্তর্ভুক্ত থাকা; যমেন- যবে ব্যক্তি বড় কোন পাথর কথিবা ভারী কোন কচ্ছু বহনকালে বলে: ‘ইয়া মুহাম্মদ’- এটা ইস্তাখানা তথা সাহায্য প্রার্থনা। এ দুটোই আল্লাহর সাথে শরিক। কেননা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মৃতব্যক্তি বা অনুপস্থিতি ব্যক্তিকে ডাকা কুরআন-সুন্নাহ এর দলিল ও ইজমার প্রমাণে ভিত্তিতে শরিক।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “সুতরাং তার চয়ে কবে অধিক যালমি, যবে আল্লাহর উপর মথিয়া অপবাদ রটায় কথিবা তাঁর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। তাদরে ভাগ্যে লখিত অংশ তাদরে কাছ পৌঁছবে। অবশেষে যখন আমার প্রেরিত-দূতরা (ফরেশেতারা) তাদরে নকিট তাদরে জান কবজ করতে আসবে, তখন তারা বলবে, ‘কোথায় তারা, আল্লাহ ছাড়া যাদরেকে তোমরা ডাকতে?’ তারা বলবে, ‘তারা আমাদের থেকে হারিয়ে গিয়েছে’ এবং তারা নিজদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দবে যে, নশিচয় তারা ছিলি কাফরি।”[সূরা আরাফ, আয়াত: ৩৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “আর আল্লাহ ছাড়া এমন কচ্ছুকে ডেকে না, যা তোমার উপকার করতে পারে না এবং তোমার ক্ষতি করতে পারে না। অতএব তুমি যদি কুর, তাহলে নশিচয় তুমি যালমিদরে অন্তর্ভুক্ত হবে।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “তারা যখন নটয়ানে আরোহণ করে, তখন তারা একনশিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদরেকে স্থলে পৌঁছে দনে, তখনই তারা শরিকে লপিত হয়।” [সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৬৫] এখানে শরিক দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- গায়রুল্লাহকে ডাকা তথা প্রার্থনা করা।

আল্লাহ আরও বলেন: “আর যবে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, যবে বধিয়ে তার কাছ কোন প্রমাণ নহে; এর হিসাব (শাস্তি) হবে কেবলই তার রবের কাছ। নশিচয় কাফরিরো সফলকাম হবে না।” [সূরা মুমিনীন, আয়াত: ১১৭] যবে ব্যক্তি গায়রুল্লাহকে ডাকে এটি তার ব্যাপারে সাধারণ হুকুম। আহুত সত্যকে সে উপাস্য অভ্যহিত করুক কথিবা সাইয়্যদে অভ্যহিত করুক কথিবা ওলী বা কুতুব অভ্যহিত করুক- হুকুমে কোন পার্থক্য নহে। কেননা আরবী ভাষায় ‘ইলাহ’ বলা হয় উপাস্যকে। অতএব, যবে ব্যক্তি গায়রুল্লাহ এর উপাসনা করল সে তাকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করল। যদিও মতখিকভাবে সে এটা অস্বীকার করুক না কেনে।

এগুলো ছাড়াও অনেকে সুস্পষ্ট আয়াতে কারীমসমূহ রয়েছে।



সহহি বুখারীতে (৪৪৯৭) এসছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যবে, সবে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন অংশীদারকে ডাকে সবে জাহান্নামে প্রবশে করবে।”

আলমেগণ এই মর্মে ইজমা (একমত্য়) করছেন যবে, যবে বক্তিতার মাঝে ও আল্লাহ্ৰ মাঝে বিভিন্ন-মাধ্যম বানয়িবে সবে মাধ্যমকে ডাকে ও মাধ্যমদরে উপর নরিভর করে তারা কাফরে। এই বধিান থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকাও বাদ দয়ো হয়নি।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা বলেন: “যবে ব্যক্তি ফরেশেতাদরেকে কথিবা নবীদরেকে মাধ্যম বানয়িবে তাদরেকে ডাকে, তাদরে উপর নরিভর করে, কল্যাণ আনয়ন ও অকল্যাণ দূর করার জন্য তাদরে কাছে প্রার্থনা করে; যমেন- গুনাহ মাফ, অন্তরে হদেয়তে প্রাপ্তি, বপিদাপদ দূর হওয়া, অভাব দূর হওয়ার জন্য তাদরে কাছে প্রার্থনা করে মুসলমি উম্মাহ্ৰ ইজমা অনুযায়ী সবে কাফরে। [মাজমুউল ফাতাওয়া (১/১২৪) থেকে সমাপ্ত]

এ ইজমার প্রতি সম্মতি জানয়িবে একাধিক আলমে তা (নজিদেগে গ্রন্থে) উদ্ধৃত করছেন। যমেন দেখুন: “ইবনে মুফলহি এর ‘আল-ফুরু’ (৬/১৬৫), ‘আল-ইনসাফ’ (১০/৩২৭), ‘কাশশাফুল ক্বনি’ (৬/১৬৯), ‘মাতালবি উলনি নুহ’ (৬/২৭৯)।

কাশশাফুল ক্বনি গ্রন্থে এই ইজমাটি উল্লেখ করার পর ‘মুরতাদ এর হুকুম পরচ্ছিদে’-এ বলেন: কেননা তা মূর্তপূজারীদের কর্মরে মত যারা বলে: “আমরা কবেল এজন্যই তাদরে ‘ইবাদাত করি যবে, তারা আমাদরেকে আল্লাহ্ৰ নকিটবর্তী করে দবে।” [সমাপ্ত]

দুই:

এই শরিক জায়বে হওয়ার পক্ষযে যথায়থভাবে দললি দয়ো যতে পারে কতিব-সুন্নাহ্তে এমন কিছু নহে। থাকতো এই শরিকরে দকিবে আহ্বান করা কথিবা উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে কিছু থাকবে। কতিবহে বা থাকবে! আল্লাহ্ তাঁর কতিবে যবে জনিসিকে শরিক ও কুফর হিসেবে সাব্যস্ত করছেন সবে কতিবে কতিবে এমন কিছু থাকবে যা ওটাকে বধৈতা দবিবে।

জনকৈ ব্যক্তরি পা-অবশ হয়বে যাওয়া সংক্রান্ত যবে আছার (বরণনা) আপনি উদ্ধৃত করছেন সবে আছাররে সনদ সহহি নয়। যদি সহহিও হয় তাতবে এর মধ্যবে দললি নহে। কারণ সটো সম্বোধতি ব্যক্তরি চত্রি মানসপটে স্মরণ করা শরণীয়; যমেনটি ইতপূর্ববেই আমরা উল্লেখ করছি এবং এর মধ্যবে গায়রুল্লাহ্ৰ কাছে কোন প্রার্থনা নহে।

এই উক্তটি সম্পর্কে ইতপূর্ববে 162967 নং প্রশ্নতোতরে বসিতারতি জবাব দয়ো হয়ছে।

তনি:

‘ইয়া মুহাম্মাদাহ্’ (হায় মুহাম্মাদ), ‘ওয়া মুহাম্মদাহ্’ (হায় মুহাম্মাদ) শ্লোগান সাহাবীগণ কর্তৃক যুদ্ধরে সময় ব্যবহার করার



বষি়টসিহি সাব্যস্ত নয়; অচরিহেঁ সো আলোচনা আসবো। আর যদি সিহি সাব্যস্ত ধরো নয়ো হয় তবুও সটো প্রার্থনা বা সাহায্য-প্রার্থনার শ্রণীয় নয়। কারণ এতো কোন প্রার্থনা নহেঁ; এটা পরষিকার। বরং এটা শিকোরথ জ্ঞাপক। যার জন্য শোক করা হচ্ছো- তাকো ডাকা। যনো মুসলমানরো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরো প্রতিও তাঁর দ্বীনরো প্রতি দুঃখ প্রকাশ করে পরস্পর পরস্পররো হিম্মতকো চাঙগা করে নচ্ছনো। যমোন- তারা বলো থাকনো ওয়া ইসলামাহ্ (হায় ইসলাম)।

শিকোরথ জ্ঞাপক অভবিয়ক্তি وا (ওয়া) দিয়ে আসো এবং يا (ইয়া) দিয়েও আসো। যমোনটা বলচ্ছনো ইবনো মালকি তাঁর আলফয়িয়াহ্-তো

و(وا) لمن نُدب * أو (يا) ، وغير (واو) لدى اللبس اجْتُنِب.

(অনুবাদ: যার জন্য দুঃখ করা হচ্ছো তার ক্ষতেরো وا^৩ ক্তিবা يا^৩ আর ভুল বুঝার সম্ভাবনা থাকলো وا (ওয়াও) ছাড়া অন্যটা বরজনীয়।)

আল-উশমুন বিলনো: (وَوَا لِمَنْ نُدِبُ) এর মানো যার জন্য ব্যথতি হওয়া হচ্ছো ক্তিবা যো অঙগ থেকে ব্যথা হচ্ছো। যমোন বলা হয়: وَا لِدَاةِ (হায় আমার ছলো), وَا رَأْسَاهِ (হায় আমার মাথা)। ক্তিবা বলা হবো يا (ইয়া) দিয়ে। যমোন- وَا لِدَاةِ (হায় আমার ছলো), يا رَأْسَاهِ (হায় আমার মাথা)। “ওয়াও ছাড়া অন্যটা” সটো হচ্ছো- ‘ইয়া’। “আর ভুল বুঝার সম্ভাবনা থাকলো অন্যটা বরজনীয়” অর্থাৎ শোক প্রকাশরো ক্ষতেরো যদি ভুল বুঝার সম্ভাবনা না থাকে শুধু সক্ষেতেরো ‘ইয়া’ ব্যবহার করুন। যমোন কটো একজন বলচ্ছনো:

حَمَلْتَ أَمْرًا عَظِيمًا فَاصْطَبَرْتَ لَهُ * وَقُمْتَ فِيهِ بِأَمْرِ اللَّهِ ؛ يَا عُمَرَا

আর যদি ভুল বুঝার সম্ভাবনা থাকে সক্ষেতেরো ওয়াও ব্যবহার করা অবধারতি।”[উশমুনিক্ত ‘আলফয়িয়া’ এর ব্যাখ্যা (১/২৩৩) থেকে সমাপ্ত]

ঠিক একই রকম ব্যবহার ফাতমো (রাঃ) এর উক্ততিও পাওয়া যায়। নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরো মৃত্যুতো তিনি বলচ্ছলিনো: “ও আমার বাবা! (ইয়া আবাতাহ), যনি তার রবরো ডাকো সাড়া দিয়ে চলো গচ্ছনো”। অপর এক বর্ণনায় এসচ্ছো- ‘ওয়া আবাতাহ’।

ইমাম বুখারী (৪৪৬২) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করনো যো, তিনি বলনো: “যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর রোগ প্রকট রূপ ধারণ করল তখন তিনি জ্ঞান হারাচ্ছলিনো। এ অবস্থায় ফাতমো (রাঃ) বললনো, ‘ওয়া কারবা আবাতাহ (উহ! আমার পতির কত কষ্ট)! তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকো বললনো, আজকরো পরে তোমার পতির উপর আর কোন কষ্ট নহেঁ। যখন তিনি মারা গলনো তখন ফাতমো (রাঃ) বললনো, হায়! আমার পতি (ইয়া আবাতাহ)! রবরো ডাকো



সাড়া দিয়েছেন। হয় আমার পতি (ইয়া আবাতাহ)! জান্নাতুল ফরিদাউসে তাঁর বাসস্থান। হয় আমার পতি (ইয়া আবাতাহ)! জবিরীল (আঃ)- কবে তাঁর মৃত্যুর খবর শুনাই। যখন নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর দাফন শেষে হল, তখন ফাতমি (রাঃ) বললেন: হে আনাস! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মাটি চাপা দিয়ে আসা তোমরা কীভাবে বরদাশত করলো?!

সুনানে ইবনে মাজাহ (১৬৩০) এর বর্ণনায় এসেছে- “হয় আমার পতি (ইয়া আবাতাহ)! জবিরীল (আঃ)- কবে তাঁর মৃত্যুর খবর শুনাই। হয় আমার পতি (ইয়া আবাতাহ)! তাঁর রবেরে কতই না কাছ চলে গেলেন! হয় আমার পতি (ইয়া আবাতাহ)! জান্নাতুল ফরিদাউসে তাঁর বাসস্থান। হয়! আমার পতি (ইয়া আবাতাহ)! রবেরে ডাকে সাড়া দিয়েছেন”।

এই ডাকগুলো শোকার্থ জ্ঞাপক; সাহায্য-প্রার্থনা বা প্রার্থনাসূচক নয়।

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: ফাতমো (রাঃ)-এর কথা: "يا أبا" (ইয়া আবাতাহ): যনে তিনি বলছেন: يا أبي (ওগো আমার আব্বু)। يا أبا এর মধ্যে উপরে দুই নোকতাবিশিষ্ট ‘তা’ এসেছে দুই নোকতায়ুক্ত ‘ইয়া’ এর বদলে। আলফি এসেছে শোক জ্ঞাপকার্থে এবং স্বরকে দীর্ঘ করণার্থে। আর ‘হা’ এসেছে- শব্দে সমাপ্তি জ্ঞাপকার্থে। [ফাতহুল বারী (৮/১৪৯) থেকে সমাপ্ত]

আমরা ইতপূর্ববই ইঙ্গিত করছি যে, এই শ্লোগানটি সাব্যস্ত হয়নি।

যে ব্যক্তি বলেন যে, হাফযে ইবনে কাছরি উল্লেখ করেছেন যে, ইয়ামামা যুদ্ধের দিন মুসলমানদের শ্লোগান ছিল ‘ওয়া মুহাম্মাদাহ’ (হয় মুহাম্মাদ): এই কথা রদ করে শাইখ সালহে আল-শাইখ বলেন: আমি বলব, ইবনে কাছরি (রহঃ) এ উক্তিটি যুদ্ধ বিষয়ক দীর্ঘ এক সংবাদে মধ্য উদ্ভূত করেছেন। সে উদ্ভূতটি ঐতিহাসিকদের একজনের কথা অন্যেরে কথার মধ্য ঢুকে গেছে। এই শ্লোগানটি ইবনে জারীর তাঁর ‘তারখিল উমামি ওয়াল মুলুক’ গ্রন্থে উদ্ভূত করেছেন। তিনি বলেন: আমার কাছ সারিয় লিখেছেন শূয়াইব থেকে তিনি সাইফ থেকে তিনি যাহ্‌হাক বনি ইয়ারবু থেকে তিনি তাঁর পতি থেকে তিনি বনী সুহাইম এর কোন এক লোক থেকে বর্ণনা করেন যে, এরপর ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এবং ঘটনার মধ্য শ্লোগানটিও উল্লেখ করেছেন।

আমি বলব: এটি একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ‘সনদ’। আকদি ও তাওহদির মাসয়ালা তো নয়, বরং শরয়িতরে অন্যান্য বধি-বধিও ইতিহাস গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয় না। বরং ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো বর্ণনা করা হয় শক্তি গ্রহণ করার জন্য এবং ঘটনার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নয়; বরং সামগ্রিকভাবে ঘটনাগুলোকে বিশ্বাস করার জন্য। ইমাম আহমাদ বলেন: “তিনি জ্ঞানের কোন ভিত্তি নই। এর মধ্যে মাগাজি বা যুদ্ধবিরহ বিষয়ক জ্ঞানকণ্ডে উল্লেখ করেন”।

এই সনদটি তিনি দিক থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন:

১। সাইফ নামের রাবী তিনি ‘আল-ফুতুহ’ গ্রন্থ ও ‘আল-রদিদা’ গ্রন্থেরে রচয়িতা ‘উমর’ এর সন্তান। তিনি অনেকে মাজহুল



(অজ্ঞাত-অবস্থা) মানুষ থেকে বর্ণনা করেন।

ইমাম যাহাবী তাঁর 'মিয়ানুল ইতদীল' (২/২৫৫) গ্রন্থে বলেন: মুতায়যনি ইয়াহইয়া থেকে বর্ণনা করছেন: একটি মুদ্রা তার (সাইফ) এর চয়ে উত্তম। আবু দাউদ বলেন: তিনি কিছুই না।

আবু হাতমি বলেন: তিনি মাতরুক (বর্জনীয়)।

ইবনে হব্বান বলেন: তার বিরুদ্ধে ধর্মত্যাগের অভিযোগ দায়ো হয়।

ইবনে আদি বলেন: তার সকল হাদিস 'মুনকার'।[সমাপ্ত]

২। আয্যাহ্বাক বনি ইয়ারবু:

আল-আযদি বলেন: তার হাদিস যথাযথ নয়। আমি বলব: তিনি হিচ্ছনে ঐ সব মাজহুল (অজ্ঞাত-অবস্থা) এর অন্তর্ভুক্ত 'সাইফ' যাদরে থেকে বর্ণনা করছেন।

৩। ইয়ারবু এর অজ্ঞাত-অবস্থা এবং সুহাইমি গোট্ররে লোকটির অজ্ঞাত-পরচয়।

এই ইলালগুলোর (দোষগুলোর) প্রত্যেকেটি হাদিসকে দুর্বল প্রতীয়মান করে। এরপর হাদিসটি যদি সাইফ বনি উমর এর বর্ণনাকৃত হয় তখন কমন হয়? ইতপূর্বে আপনি সাইফ সম্পর্কে জেনেছেন। আমরা আল্লাহর কাছেই নরিপত্তা প্রার্থনা করছি।

ইবনে জারীর এ ধরণে অমূলক ঘটনা উল্লেখ করা ও তার পরবর্তী অপরাপর ঐতিহাসিকগণ সবে ঘটনার উল্লেখ করায় নিন্দা করার কিছু নাই। কারণ ইবনে জারীর তার 'তারখুল উমাম ওয়াল মুলুক' গ্রন্থে ভূমিকায় (১/৮) বলছেন: "আমি যদি আমার এই কতিবে পূর্ববর্তীদের থেকে এমন কোন ঘটনা উল্লেখ করে থাকি যে ঘটনা পড়ে পাঠক ভ্রু কুচকে ফলে, শ্রোতা চোখে কপালে তলে- সংশ্লিষ্ট ঘটনার কোন সত্যতা বা ভিত্তি না থাকার কারণে; সক্ষেত্রে তারা জেনে রাখুন যে, এটি আমাদের পক্ষ থেকে আসেনি। বরং আমাদের কাছে বর্ণনা করছেন এমন কিছু বর্ণনাকারীদের থেকে এসেছে। আমাদের কাছে যতোবে এসেছে আমরা ঠিকি সতোবে বর্ণনা করছি।"[শাইখ সালহে আল-শাইখ এর 'হাযহি মাফাহমিনা' পৃষ্ঠা-৫২ থেকে সমাপ্ত]

চার:

ইউসুফ (আঃ) এর ভাইদের সম্পর্কে আল্লাহ যা উল্লেখ করছেন: "তারা বলল, 'হে আমাদের পতি, আপনি আমাদের পাপ মোচনরে জন্য ক্শমা চান। নশ্চয় আমরা ছলাম অপরাধী। তিনি বললনে, 'অচরিই আমি তোমাদের জন্য আমার রবরে নকিট ক্শমা চাইব, নশ্চয় তিনি ক্শমাশীল, পরম দয়ালু।"[সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯৭,৯৮] সটো হচ্ছ জীবতি ও সক্ষম ব্যক্তরি কাছে



দোয়া চাওয়া; আলমেদরে সর্বসম্মতক্রমে এতে কোন অসুবিধা নাই।

তাদের কথা: "استغفر" এর অর্থ হচ্ছে- আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা চান। তারা এ কথা বলেনি যে, আমাদেরকে ক্ষমা করুন; যমেনটি আপনি ভুল বুঝেছেন।

অপর কারো কাছে দোয়া চাওয়া বৈধ হওয়ার ব্যাপারে অনেকে দললি রয়েছে। যমেন- উওয়াইস কারনি এর দীর্ঘ হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমর (রাঃ)কে বলেন: "...যদি তুমি তার কাছে তোমার জন্য দোয়া চাইতে পার তাহলে সটো কর। এ কারণে উমর (রাঃ) উওয়াইস এর কাছে এসে বললেন: আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"[সহি মুসলিমি (২৫৪২)]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন: "পরচ্ছদে: মর্যাদাবান ব্যক্তির কাছ থেকে দোয়া চাওয়া মুস্তাহাব, যদিও দোয়া-প্রার্থী প্রার্থিত ব্যক্তির চয়ে উত্তম হোক না কেন এবং মর্যাদাবান স্থানসমূহে দোয়া করা: জনে রাখুন এ বিষয়ক হাদিস অগণতি। বরং এটি একটা ইজমা-সদিধ (মতকৈয়পূরণ) বিষয়।"[আল-আযকার, পৃষ্ঠা-৬৪৩ থেকে সংক্ষিপ্ত ও সমাপ্ত]

সারকথা হচ্ছে: যদি কেউ বলে, 'ইয়া মুহাম্মদ' এর মূল বধিান হচ্ছে- বধৈতা; যতক্ষণ পর্যন্ত না এতে সরাসরি বা পরোক্ষ প্রার্থনা অন্তর্ভুক্ত না হয়। যদি অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে সটো শরিক।

তদুপরি আপনার জন্য উপদেশে হচ্ছে- এ ধরণের ডাক দোয়া কথিবা বেশি বেশি এটি বলা থেকে দুইটি কারণে বরিত থাকুন:

১. এই কথা বলার কারণে আপনার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা হতে পারে যে, আপনি গায়রুল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছেন।
২. হতে পারে আপনি এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন এবং কোন কাজ করাকালে ও সহযোগীর দরকার হলে আপনি এই ডাক দিয়ে বসবেন। বরং আপনার উচিত 'ইয়া আল্লাহ', 'ইয়া হাইয়ু', 'ইয়া কায়ুম', 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' বলায় নিজেরে জহিবাক অভ্যস্ত করে তোলো। কোন বান্দা বা দাসেরে জন্য তার মনবিরে কাছে প্রার্থনা করা, তার কাছে মনিতিকরা ও সর্বাবস্থায় তাকে ডাকার চয়ে মর্যাদাপূরণ আর কিছু নাই।

পাঁচ:

যে ব্যক্তি শরিক লিপ্ত হয়েছে এবং তাওবা করেছে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না এবং যারা আল্লাহ য়ে নাফসকে হত্যা করা নষিধে করছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর যারা ব্যভিচার করে না। আর য়ে তা করবে সে আযাবপ্রাপ্ত হবে। কয়ামতেরে দনি তার আযাব বর্ধতি করা হবে এবং সেখানেরে সে অপমানতি অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে য়ে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে পরগামে আল্লাহ তাদেরে পাপগুলোকে পুণ্য দ্বারা পরবিত্তন করে দেবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[সূরা



ফুরক্বান, আয়াত: ৬৮-৭০]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।